ইউসুফ আল কারজাভি

মুমিন জীবনে পরিবার

একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবার
গঠনে ইসলামি রূপরেখা

অনুবাদ
মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী

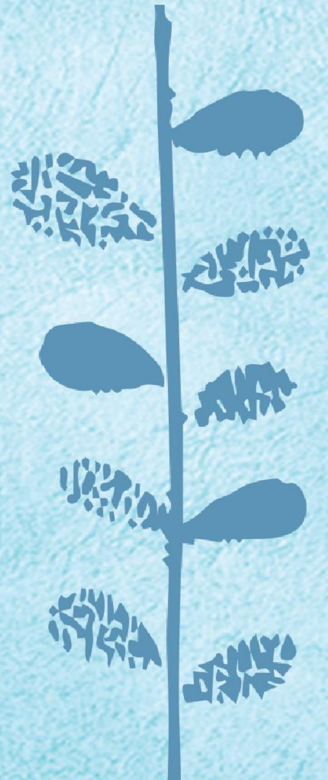

মুমিন জীবনে পরিবার

(একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবার গঠনে ইসলামি রূপরেখা)

ইউসুফ আল কারজাভি
অনুবাদ : মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার সুখী জীবনের অন্যতম মূল ভিত্তি। সত্যি বলতে, পরিবার হচ্ছে অগ্রসর সভ্যতার মূল বিন্দু। বনি আদমকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিতেই পৃথিবীতে ধর্মের আগমন এবং এর জন্য ধর্মকে অবশ্যই একটি আদর্শ পরিবেশ ও সমাজ কাঠামো তৈরি করতে হয়। ধর্ম ততক্ষণ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ সুশৃঙ্খল পারিবারিক কাঠামো নিশ্চিত করা না যায়।

ধর্ম যখন পারিবারিক ইস্যুতে চোখ বন্ধ করে, তখন পরিবারের সদস্যবৃন্দ ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিধিবিধানের প্রতি বিদ্রোহ করে বসে। কারণটা খুব সিম্পল। বিরাজমান পরিবেশ ও সামাজিক নিয়ম যখন ধর্মের সঙ্গে বিরোধে জড়ায়, তখন স্বভাবতই ধর্ম ও মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। একটা সময়ে এসে ধর্মের প্রভাব মানুষের জীবনে একেবারেই আবেদনহীন হয়ে পড়ে।

প্রাজ্ঞ ও আসমানি ধর্ম হিসেবে ইসলাম তাই পারিবারিক জীবন নিয়ে খুবই সচেতন ও দায়িত্বান। ইসলাম তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে শক্তিশালী পারিবারিক কাঠামো বিনির্মাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ব্যাপারে ইসলাম খুবই সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তুলে ধরেছে। ব্যক্তি গঠনের শুরুর বিন্দু হিসেবে পরিবারকে সব সময়ই সামনে রেখেছে।

বিশ্বখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ড. ইউসুফ আল কারজাভি *আল উসরাতু কামা ইউরিদুহাল ইসলাম* নামে পারিবারিক জীবন নিয়ে ইসলামের ফোকাস ও কর্মকৌশল তুলে ধরেছেন। সম্মানিত ভাই মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। *মুমিন জীবনে পরিবার* নামে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স তা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছে। বইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ড. ইউসুফ আল কারজাভির গ্রন্থ মানেই বিশেষ কোনো মণি-মুক্তা। আশা করছি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থ থেকে কিছু মণি-মুক্তা সংগ্রহ করতে পারবেন।

একুশ শতকের আজকের দিনে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের ফলে আমাদের মুসলিম সমাজেও যে পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা তৈরি হচ্ছে, তা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে বেশ মূল্য দিতে হবে।

আমাদের প্রত্যেকটি পরিবার হয়ে উঠুক জান্নাতে পৌঁছার বাহন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩১ অক্টোবর, ২০১৯

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাহমাতুল্লিল আলামিন সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ ﷺ এবং অন্যান্য সকল নবি ও রাসূলদের ওপর। অনুরূপভাবে শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর, সাহাবা একরাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনুসারীদের ওপর।

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমি এ কথাগুলো লিখেছিলাম দোহায় অনুষ্ঠিত পরিবারবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে। কাতারের 'সুপ্রিম কাউন্সিল অব ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স' এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

২০০৪ সালের ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর দোহায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে জাতিসংঘ, আরবলীগ, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

আমার আনন্দের বিষয় ছিল, এ সম্মেলনটি পূর্ববর্তী নারী ও পরিবারবিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল। যেমন : ১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত অধিবাসী সম্মেলন, ১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলন এবং নিউইয়র্ক ও বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত অন্যান্য সম্মেলসমূহ। কারণ, এ সকল সম্মেলনগুলোতে আসমানি বিধান পরিপন্থি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষদের ধর্মবিশ্বাসবিরোধী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। যেমন, পর্নগ্রাফি সমর্থন, সমকামিতা বৈধতা দেওয়া এবং এ যুক্তিতে সকল গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়া যে, নারী তার দেহের ব্যাপারে স্বাধীন; যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, এমনকী গর্ভস্থিত ভ্রূণও হত্যা করতে পারবে! অনুরূপভাবে সন্তানকে যৌন স্বাধীনতা দেওয়া, এ ব্যাপারে পিতা-মাতা কোনো হস্তক্ষেপ না করা; মূলত পিতা-মাতাকে সন্তানের দীক্ষা হতে দূরে রাখা। এতে আরও রয়েছে, পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিশেষ কোনো দীক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর সন্তানকে গড়ে তুলতে পারবে না! মোটকথা সন্তানদের সম্পূর্ণভাবে পিতা-মাতার শাসনমুক্ত করা, যেন আর কোনো সন্তান এমনভাবে গড়ে না ওঠে। যেমনটি কবি বলেছিলেন :

> 'আমাদের উঠতি যুবকরা সেসব স্বভাব নিয়েই গড়ে ওঠে, পিতারা যেসব স্বভাবের ওপর তাদের অভ্যস্ত করে তোলে।'

এসবই ছিল সেসব সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ জন্য বিভিন্ন ঐশী ধর্মের প্রতিনিধিগণ সুষ্ঠ স্বভাব পরিপন্থি, ধর্মবিরোধী এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত এ সকল বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন। এমনকী আমরা দেখেছি, কায়রোর অধিবাসী সম্মেলনে আল আজহার, ক্যাথলিক চার্চ, অর্থডক্স চার্চ, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিনিধিগণ সবাই সুষ্ঠু ও বৈধ পরিবার বিধ্বংসী এসব মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এক কাতারে সমবেত হয়েছেন।

অন্যদিকে, দোহারে সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। এর উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা; যার প্রতি সকল ঐশী ধর্মে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে যার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম যার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

এ পারিবারিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো বিবাহ। এ পবিত্র বন্ধন (যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে) তাদের মাঝে এমন এক প্রকাশ্য ও বৈধ সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে, যার ফলে পরস্পরের মাঝে অধিকার এবং কর্তব্য আরোপিত হয়।

এ বিবাহের ফসলই হলো সন্তান-সন্ততি। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, তারা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে উপহারস্বরূপ। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন–

> 'তিনি যাকে ইচ্ছা (কন্যা সন্তান) দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা (পুত্র সন্তান) প্রদান করেন।' সূরা শূরা : ৪৯

এ সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, এতে অংশগ্রহণকারী সকলেই অবাধ যৌনতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে একমত ছিলেন। সকলেই ছিলেন ধর্মীয় ও চারিত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে। এতে অন্যান্য সম্মেলনগুলোর মতো মতবিরোধ দেখা যায়নি। কারণ, এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ আল্লাহ প্রদত্ত সুষ্ঠু স্বভাবের পথে হেঁটেছেন এবং মানব অস্তিত্বের মৌলিক বিষয় ধর্মের নির্দেশিত পথে ছিলেন। অনুরূপভাবে তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানব সভ্যতার মূল্যবান গুণাবলিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

উক্ত সম্মেলনে সকল বক্তব্য, গবেষণা ও আলোচনা উপরোক্ত বিষয়েই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এ উত্তম দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই আবর্তিত ছিল। ফলে এর ফলাফলও ছিল উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন–

> 'যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট, তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়।' সূরা আরাফ : ৫৮

আমি এ সম্মেলনে দুটো নিবন্ধ পেশ করেছিলাম। একটি ছিল স্থিতিশীল বিবাহ সম্পর্কে। আর অন্যটি ছিল পরিবার গঠনে পিতা-মাতার পারস্পরিক পরিপূরকতা সম্পর্কে।

এ বইয়ে আমি এ দুটো নিবন্ধই প্রকাশ করব।

এখানে সেই কথাটি পুনরায় বলতে চাই, যা আমি ইতঃপূর্বে দোহা সম্মেলনে বলেছিলাম। আর তা হলো– স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ স্বাভাবিক পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণ এবং মৌলিক নীতিমালায় আমরা ঐশী ধর্মাবলম্বীগণ সকলে একমত।

স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হলো মৌলিক পরিবার অথবা ছোটো বা সংকীর্ণ পরিবার। তবে আমরা প্রশস্ত পরিসরে দীর্ঘ পরিবারের কথাও বলি; যে পরিবারে অন্তর্ভুক্ত থাকে বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা এবং তাদের সন্তানগণ। কুরআনে তাদের 'উলুল কুরবা' অথবা 'জাবিল আরহাম' অর্থাৎ নিকটাত্মীয় বলা হয়েছে এবং তাদের অধিকারের কথা বর্ণিত আছে। তারা সবাই একটি

পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে সমন্বিত বিভিন্ন বিধানাবলি। যেমন : উত্তরাধিকার বিধান, ভরণ-পোষণের বিধান এবং ভুলক্রমে ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য রক্তপণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিধান। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আল্লাহর কিতাব অনুসারে রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একে অপরের জন্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ।'
> সূরা আল-আহজাব : ৬

এমনিভাবে, পরিবারের ব্যাপারে ইসলামে অনেকগুলো বিশেষ বিধান রয়েছে। যেমন : নারীর ওপর পুরুষের কতৃত্ব, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অধিকারে পার্থক্য, শর্ত-সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের বিধান এবং পারস্পরিক সমঝোতা অসম্ভব হয়ে পড়লে তালাকের বিধান ইত্যাদি। অতএব, মুসলিমদের ওপর এমন কোনো বিধান চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা তাদের ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আমরা পারস্পরিক ঐক্যমতপূর্ণ বিষয়গুলোতে একে অপরের সহযোগিতা করব এবং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাব- এ সোনালি নীতির আলোকে আমাদের উচিত, প্রত্যেক ধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং বিধানসমূহ সম্মান করা।

> 'হে আমাদের রব, আপনি হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।' সূরা আলে-ইমরান : ৮

ইউসুফ আল-কারজাভি
দোহা, কাতার
শাওয়াল ১৪২৫ হি.
ডিসেম্বর ২০০৪

অনুবাদকের কথা

সামাজিক জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ হচ্ছে পরিবার। এজন্যই পারিবারিক বিপর্যয়কে সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখতে পাই- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হলেও বিশ্বব্যাপী পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ছাপ। নৈতিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ভয়-ভীতি, অশান্তি ও অস্থিরতা বাড়ছে পুরো পৃথিবী জুড়ে। পারিবারিক কলহ, অবাধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি, কুরুচিপূর্ণ সমকামী ও বহুকামিতার মতো পশুসুলভ যৌন আচরণ সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে। মুসলিম সমাজও আজ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এ ধরনের নানাবিধ মারাত্মক ব্যধিতে। অথচ ইসলামের শ্বাশত সুন্দর পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালায় মানবজাতির জন্য রয়েছে এক অনন্য শান্ত ও স্থিতিশীল সমাজের গ্যারান্টি।

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা নিয়ে যুগে যুগে মনীষীগণ বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণা ও বই লিখেছেন। বাংলা ভাষায় ও এ বিষয়ে অনেক লিখা প্রতাশিত হয়েছে; তথাপি এ বিষয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম ও গবেষক ডক্টর ইউসুফ আল কারজাভির আরবি ভাষায় লিখিত ‘আল উসরাতু কামা ইয়ুরিদুহাল ইসলাম’ গ্রন্থটিকে আমার কাছে যুগের চাহিদা অনুযায়ী সাজানো এক অনন্য লেখনী ও গবেষণাকর্ম মনে হয়েছে। কারণ, লেখক এতে একদিকে যেমন পরিবারের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ও নীতিমালাগুলো আধুনিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী চলমান সামাজিক অবক্ষয় ও নানাবিধ বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরে ইসলামের আলোকে তার সুন্দর সমাধানও পেশ করেছেন।

তাই বইটির বিষয়বস্তু ও বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এর প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে আমি এটিকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছি। আরবি ভাষায় লিখিত ডক্টর ইউসুফ কারজাভির অন্যান্য বইগুলোর মতো এ বইটিও উন্নত সাহিত্য, ভাষা শৈলী ও প্রাঞ্জলতায় ভরপুর। অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার প্রাঞ্জলতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা সম্ভব না হলে লেখকের সাবলীল উপস্থাপনাশৈলী ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে; যদিও ভাষাগত পরিবর্তনের ফলে এ ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে।

আমি আশা করছি, এ বইটি বর্তমান সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাভাষায় অনূদিত এ বইটি প্রকাশের জন্য ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স’-কে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা বইটির মূল লেখক বর্ষিয়ান আলেম ডক্টর ইউসুফ কারজাভিকে নেক ও সুস্থ হায়াত দান করুন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ও অন্যান্য নেক কাজগুলো কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী
৪ অক্টোবর, ২০১৯

সূচিপত্র

স্থিতিশীল বিবাহ **১৫**
পরিবার কী ১৫
স্থিতিশীল বিবাহ ১৬
উত্তম সঙ্গী নির্বাচন **১৯**
১. উত্তম চরিত্র ও ধার্মিকতা ১৯
২. মনের মিল ২১
৩. পারস্পরিক উপযুক্ততা ২৪
পছন্দের স্বাধীনতা **২৬**
সঙ্গীর অধিকার আদায় **৩১**
শরয়ি বিধান ও ন্যায়সংগত প্রথা অনুসরণ করা ৩২
১. আল্লাহর বিধান ৩৩
২. নিয়ম অনুযায়ী ন্যায়সংগত আচরণ ৪০
পরিবারের স্থিতিশীলতা **৪২**
১. অবাধ যৌনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ৪৫
২. সমকামিতার প্রচলন ৪৮
মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের পারস্পরিক সম্পূরকতা **৫২**
সন্তান আল্লাহর বিশেষ উপহার ৫২
সন্তানের জন্ম থেকেই মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের সৃষ্টি ৫৪
পিতা-মাতার অধিকার ৫৪
মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার ৫৬
সমাজের ওপর মাতৃত্বের অধিকার ৫৭
সমাজের ওপর পিতৃত্বের অধিকার ৫৮
সন্তানের অধিকার ৫৯

অবিবাহিতা মাতৃকুল	৬১
কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের কষ্ট	৬২
মানুষের দীর্ঘ শৈশবকাল	৬২
তালাকপ্রাপ্ত মায়ের কর্তব্য	৬৩
মায়ের অধিকার	৬৫
ইয়াতিম শিশু প্রতিপালনের অধিকার	৬৭
পিতৃত্বের দাবি ত্যাগ	৭১
পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চিত সন্তান	৭২
সন্তানের উত্তম প্রতিপালনে পারস্পরিক দায়িত্ব	৭২
সন্তান প্রতিপালনে একক পদ্ধতি	৭৬

স্থিতিশীল বিবাহ

পরিবার কী

পরিবার এমন একটি সামাজিক কাঠামো, যা নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকাশ্য ও বৈধ বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এর ওপর ভিত্তি করে পরস্পরের ওপর অধিকার ও কর্তব্য আরোপিত হয়। এ বন্ধনই হলো বিবাহ। সকল ঐশী ধর্মে এর বিধান রয়েছে। সকল ধর্মেই বিয়েকে বৈধ পরিবার গঠনের একমাত্র মাধ্যম করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কতৃক নির্ধারিত সৃষ্টি জগতে জোড় নীতির যে নিয়ম চলমান রয়েছে, তার সঙ্গে এ বিধানের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। তিনি বলেন–

> ‘আর আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া বানিয়েছি।’ সূরা জারিয়াত : ৪৯

সৃষ্টি জগতে এ জোড়া প্রথার অর্থ হলো– প্রত্যেক জিনিসকে তার বিপরীত জোড়ের সঙ্গে মেলানো। যেমন : বিদ্যুতের মধ্যে নেগেটিভ ও পজেটিভের মিলন। অনুরূপভাবে পুংলিঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের মিলন। এ নিয়মেই জগতের গঠন-নীতি চলছে। এ কারণেই প্রোটন ও ইলেকট্রনের পজেটিভ চার্জেরও বিপরীত চার্জ রয়েছে ।

এজন্যই সকল আসমানি কিতাবে নারী-পুরুষের বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটিই মানুষের সুষ্ঠ স্বভাব ও জগতের চলমান জোড়া নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জগতের সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনো কিছুই একক নয়। তিনি বলেন–

> ‘পূত-পবিত্র সে সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে হোক অথবা স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির অর্থাৎ মানব জাতির মধ্য থেকে হোক কিংবা এমন জিনিসের মধ্য থেকে হোক, যাদের এরা জানেও না।’ সূরা ইয়াসিন : ৩৬

একইভাবে তাওরাতের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়–

> ‘পুরুষ তার পিতা-মাতা হতে আলাদা হয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে দুজনে এক দেহে পরিণত হয়।’

ঈসা (আ.) তাঁর শিষ্যদের এ ব্যাপারে বলেছিলেন।[১]

---

১. ইঞ্জিল মথি : ৪-৬/১৯, ইঞ্জিল গসপেল : ৬-৯/১০

স্থিতিশীল বিবাহ

সেই পরিবারকে উত্তম পরিবার বলে, যা স্থিতিশীল বিবাহ বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক মায়া-মমতা ও ভালোবাসা। এটি পবিত্র জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনের স্থিতিশীলতার জন্য এটি একটি মৌলিক উপাদান।

ইসলাম এ জন্যই বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পাশাপাশি এটি প্রতিষ্ঠিত করা, এর সুফল অব্যাহত রাখা এবং একে ছিন্নতা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মানসিক, চারিত্রিক ও আইনগত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

এ ক্ষেত্রে ইসলাম প্রথম যে কাজটি করেছে তা হলো- বিবাহের মূল হাকিকত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলিমদের সচেতন করেছে। যেন মুসলিমরা মূল বাস্তবতা জেনে ও বুঝে অগ্রসর হতে পারে এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কারণ, ভ্রান্ত ধারণার কারণেই মানুষ বিভ্রান্তিমূলক আচরণ করে।

বিবাহের ইচ্ছুক প্রত্যেক মুসলিমের জেনে রাখা উচিত, বিবাহ নিছক কোনো শারীরিক বন্ধন নয়। বিবাহের অন্তর্গত অর্থ হলো একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের বন্ধন। এ বন্ধন বলতে মন-মনন, অস্থিমজ্জার বন্ধনকে বোঝায়, যা শারীরিক সম্পর্কের চেয়েও বেশি কিছু। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বুদ্ধি, বিবেক, আবেগ-অনুভূতি ও রুহ।

এর অর্থ এটা নয় যে, দৈহিক সম্ভোগ ও প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো ইসলামসম্মত বিবাহের উদ্দেশ্য বহির্ভূত বিষয়; বরং স্বভাবগতভাবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক যৌন চাহিদা মেটানো এবং পবিত্র ও হালাল উপায়ে পরস্পরের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করা বিবাহের একটি অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন–

> ‘তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ।’ সূরা আল বাকারা : ১৮৭

উদ্দেশ্য হলো, যেন মুমিন বান্দা তার প্রবৃত্তির চাহিদাকে হালালমুখী করে এবং নিজেকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশিক্ষণ নিতে পারে। আর এর দ্বারা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং মনের চাহিদা সংযত হবে। এ জন্যই নবি ﷺ যুবকদের সম্বোধন করে বলেছেন–

> ‘ওহে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য (সক্ষমতা ও ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য) রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, তা (হারাম হতে) দৃষ্টিকে অধিক অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে অধিক রক্ষাকারী।’ বুখারি : ৫০৬৫, মুসলিম : ১৪০০

কিন্তু একজন মুসলিমের বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরও বেশ কিছু উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে। আর তা হলো– ঈমানের সহিত পরিপূর্ণ ঘর বাঁধা এবং উত্তম পরিবার

গঠন করা। যেন তাদের দ্বারা উত্তম সমাজ বিনির্মাণের ভিত রচিত হতে পারে। ঈমানের সহিত গড়ে উঠা ঘর তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যথা : প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়া। কুরআনে এ তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করে এগুলোকে আল্লাহর নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঈমানদারের বৈবাহিক জীবন এ তিনটি বিষয়ের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।’ সূরা রুম : ২১

বিবাহের মাধ্যমে কেবল একজন নারী ও পুরুষের মাঝেই সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি হয় না; বরং দুটো পরিবারের মাঝেও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কুরআনুল কারিমে উক্ত সম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> ‘আর তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে। তারপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন।’ সূরা ফুরকান : ৫৪

একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে কুরআনের দৃষ্টিতে বিবাহ এমন একটি বিষয়, যা পৃথিবী সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটিও বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> ‘আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।’ সূরা আন-নাহল : ৭২

অন্যদিকে, মানুষ স্বভাবগতভাবে স্থায়িত্ব পছন্দ করে। ফলে সে সন্তান লাভে আগ্রহী হয়। যেন মৃত্যুর পরও তার নিদর্শন বাকি থাকে। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, নবি আলাইহিমুস সালামগণ আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছেন। যেমন : ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন–

> ‘হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। (আল্লাহ বলেন) অতঃপর তাকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।’ সূরা আস-সাফফাত : ১০০-১০১

আমরা দেখেছি, জাকারিয়া (আ.) বলছেন–

> ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রেখ না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিশ। (আল্লাহ তায়ালা বলেন) অতঃপর আমি তাঁর দুআ কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম।’ সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৯-৯০

বিবাহের এ সকল মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার পর মুসলিমদের উচিত সে সকল মৌলিক নীতিমালা ও উপাদান সম্পর্কে জানা, যার ওপর ভিত্তি করে উত্তম বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখন এ ব্যাপারে পরের অধ্যায়গুলোতে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।